প্রথম আলো

তারিখ 25 JUL 2005
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ছাত্র সংগঠনের কর্মসূচি পালন

রাজীব নূর ও এহেছান লেনিন, *সিলেট থেকে*

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্যের অপসারণ ও অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার দাবিতে ছাত্র সংগঠনগুলোর আন্দোলন-কর্মসূচির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপকে কেন্দ্র করে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে। ক্যাম্পাসে সভা-সমাবেশের ওপর প্রক্টোরিয়াল কমিটি আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে গতকাল রোববার ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন তাদের পূর্বঘোষিত কর্মসূচি পালন করেছে।

গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের দিনে হঠাৎ করে অনির্দিষ্টকালের জন্য সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করায় তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ছাত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংগঠন। তারা জানায়, এ ঘটনার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সংস্কৃতি আরো সম্প্রসারিত হলো।

এদিকে গতকাল উপাচার্য অধ্যাপক মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তরে গিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য পাচারের সঙ্গে জড়িত না হতে বলেছেন। তিনি আল্লাহভক্তির দোহাই দিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্দিনে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। উপাচার্য সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা না বলার নীতি অবলম্বন করেছেন। তবে প্রক্টোরিয়াল কমিটির সভাপতি ও ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা ড. সাজেদুল করিম সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, অস্থিতিশীল পরিস্থিতি রোধের জন্যই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. আবদুল হাই চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় সকল প্রকার সভা-সমাবেশও বন্ধ থাকবে এটাই রীতি।

ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমদের অপসারণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার দাবিতে তাদের পূর্বঘোষিত অবস্থান ধর্মঘট ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় অবস্থান ধর্মঘট পালন শেষে সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রলীগের সভাপতি আলী আশরাফুল কবির। সাধারণ সম্পাদক মামুন বিল্লাহর পরিচালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গোলাম কবীর, এইচ এম আসাদুজ্জামান রোমান, মইন উল আলম প্রমুখ। ছাত্র ইউনিয়নের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি শফিকুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান কচি, কোরক কান্তি সেন, আবুল কাশেম প্রমুখ।

জানা গেছে, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু ছাত্র সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ডের ওপরই নিষেধাজ্ঞা আসেনি। বারবার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ওপরও।

২০০২ সালের ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর, তখনকার প্রক্টর ড. গোলাম আলী রায়হান, বিশ্ববিদ্যালয়ের চোখ ফিল্ম সোসাইটির ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের গল্প অবলম্বনে নির্মিত ছবি প্রদর্শনেও কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সে বছর। নাট্যসংঘের নাটক প্রদর্শনেও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। তখন নতুন নিয়ম করা হয়, নাটকের স্ক্রিপ্ট জমা দিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করতে হবে। স্বাধীনতাবিরোধীদের বিরুদ্ধে কোনো কথা নাটকে থাকলে, তা কেটে দিয়ে নাটক করার ওপর কর্তৃপক্ষীয় নির্দেশ এবং একের পর এক নিষেধাজ্ঞায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে যায়। এর পর ২০০৪ সালের ২৯ এপ্রিল থেকে ১৪ মে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সভা-সমাবেশ, বৈশাখী মেলা এবং নাটক প্রদর্শনের ওপর কর্তৃপক্ষ আবার নিষেধাজ্ঞা জারি করে।